মানবতার অস্তিত্বসঙ্কট- এগোতে দাও নি যারে

বিশ্বজোড়া এক প্রজাতি- অর্ধেক যার মেয়ে,/ প্রগতি তার সম্ভব কি মেয়েদের বাদ দিয়ে?

'পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ মহিলা, আর বাকি অর্ধেক তাদের সন্তান' ভাষায় একটু চমক থাকলেও এ এক অনস্বীকার্য সত্য। এর পাশাপাশি বিপরীত সত্য এই যে ধর্মপীঠ, রাজনীতি বা কোম্পানির নীতিনির্ধারক উচ্চাসনে মহিলাদের উপস্থিতি কম[১], এমন কি সাম্যের দাবীই যাদের উত্থান ও বিস্তারের কারণ, সেই কম্যুনিস্ট দলগুলিরও উচ্চস্তরে মহিলারা করুণা উদ্রেক করার মত সংখ্যালঘু।

Regional averages			
Region	Lower chamber and unicameral	Upper chamber	All chambers
Americas	35.7%	36.4%	35.8%
Europe	32.1%	32.9%	32.3%
Sub-Saharan Africa	26.7%	27.3%	26.8%
Asia	21.4%	23.1%	21.6%
Pacific	21.3%	49.5%	24.3%
Middle East and North Africa	17.9%	10.5%	16.2%

ছবি ১- বিশ্ব-রাজনীতির স্বীকৃত মঞ্চে (১৮৬টি দেশের পার্লামেন্ট) মেয়েদের এখনকার অবস্থান। অবস্থা কোথাও খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। অপেক্ষাকৃত ধনী মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এমন কি এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় সাহারার দক্ষিণের হতদরিদ্র দেশগুলিতে অধিক উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। পার্লামেন্টে মহিলারা ২৭ শতাংশের বেশী হলেও স্পীকার হিসেবে তাঁদের সংখ্যা ২০ শতাংশের কম। (সূত্র-ইন্টার পার্লিয়ামেন্টারি ইউনিয়ন)

কাজ শিখলে চাকরি পাবে, কিন্তু জেনো মেয়ে,/ওপরে ওঠা কঠিন হবে সেটি পাওয়ার চেয়ে।

এটিকে ইংরাজীতে বলে গ্লাস সিলিং (কাঁচের ছাদ)। স্বচ্ছ ছাদের দিকে তাকালে মহিলারা তাঁদের পেশার উচ্চস্তরগুলি দেখতে পান, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে গেলেই অদৃশ্য ছাদ তাঁদের আটকে দেয়। এই ছাদ এখন পর্যন্ত সব কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান।

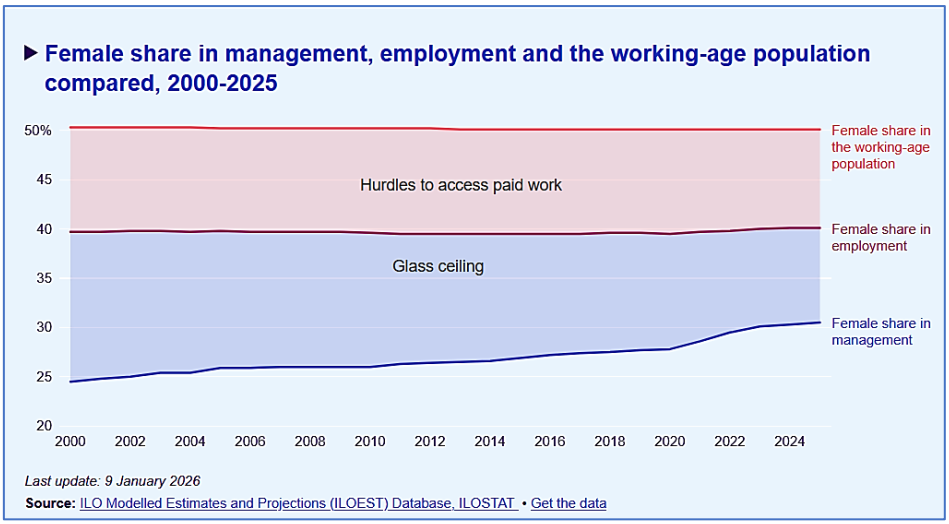

ছবি ২- পুরুষদের তুলনায় কর্মক্ষম মেয়েদের চাকরি পাওয়া শক্ত। সেটি পেলেও তাঁদের অধিকাংশ সাধারণ কর্মচারী বা নিম্ন-মধ্য স্তরের অফিসার হিসাবেই থেকে যেতে বাধ্য হন। কাঁচের ছাদ তাঁদের নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার পরিচালকমন্ডলীতে পৌঁছনো দুরূহ করে রাখে। (সূত্র- আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা: ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন)

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের কর্মক্ষম জনসমষ্টিতে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী (৫০.১%) হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে (এমপ্লয়েড) মানুষের মধ্যে তাঁদের উপস্থিতি ৪০% এবং পরিচালকের ভূমিকায় (ম্যানেজার) মহিলা মাত্র ৩৫.৪%।[২] ২০২১ সাল থেকে প্রতি বছর গ্লোবাল কনসালটেন্সি ফার্ম ডেলয়েট কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক নামের একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে।[৩] ২০২৪-২৫ সালের সেই রিপোর্টটি তৈরি করতে পৃথিবীর সবক'টি মহাদেশে ছড়ানো ১৫টি দেশের সাতটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত ৭৫০০ মহিলাকে নিয়ে একটি সমীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় সর্বত্র মেয়েদের কাজ করতে হয় পুরুষদের চেয়ে বেশী, তাঁদের মাইনে তুলনামূলক ভাবে কম এবং দায়িত্বের একটি সিংহভাগ বিনা মাইনের গৃহকর্ম, শিশুর জন্ম দেওয়া, তাদের প্রতিপালন ইত্যাদিতে ব্যয় হওয়ায় দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়।

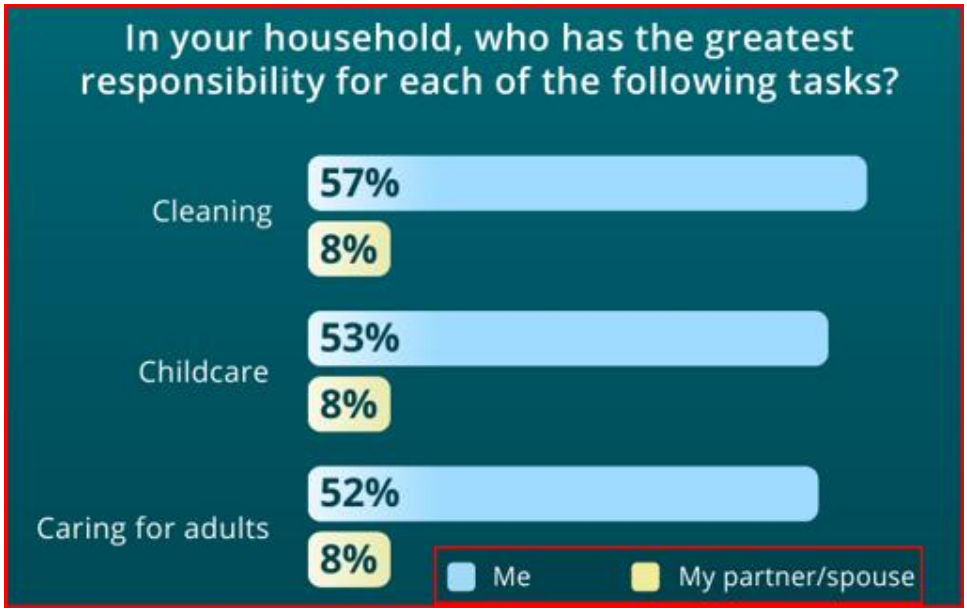

ছবি ৩- ডেলয়েট-এর সমীক্ষায় মেয়েদের এ রকম উত্তর থেকে বোঝা যায় তাদের ওপর দৈনন্দিন বিনা পারিশ্রমিকের কাজের বোঝা কত বেশী। (সূত্র-ডেলয়েট)

বাচ্চা দেখি, ঘর গোছাই, বাইরে কাজে যাই,/ নতুন জিনিষ শিখতে বলো- সময় কোথায় পাই?

২০শে মার্চ, ২০২৬ এর কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় পি জন কেনেডি তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন ভারতে মেয়েদের সুযোগের চেয়ে বড় সমস্যা সময়।[৪] তিনি বলছেন আসন্ন কৃত্রিম বুদ্ধি'র যুগে নতুন নতুন উদ্ভাবনের সাথে তাল মিলিয়ে কাজের ক্ষেত্রে নিজের জায়গা বজায় রাখতে হলে প্রতিদিন শিখতে হবে। সেই আত্মোন্নতির জন্য একজন ভারতীয় পুরুষ একজন মহিলার তুলনায় প্রতি সপ্তাহে দশ ঘন্টা বেশী সময় পান। এই বৈষম্য অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় মেয়েদের পুরুষের তুলনায় আরও পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল করে তুলছে। ভারত সরকারের টাইম ইউজ সার্ভে (ডিসেম্বর, ২০২৪)- এ গ্রামীণ এলাকার ৮৩২৪৭টি আর শহরের ৫৬২৪০টি পরিবারের ছ' বছরের চেয়ে বেশী বয়সের ৪,৫৪,১৯২ (মহিলা ২,২৫,৫৬৫, পুরুষ ২,২৮,৫৭৬) জন মানুষের সাথে যোগাযোগ করে। তাতে মেয়েদের বিনা পারিশ্রমিকের কাজের ভার ও সময়াভাবের বিষয়টি অতি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।[৫]

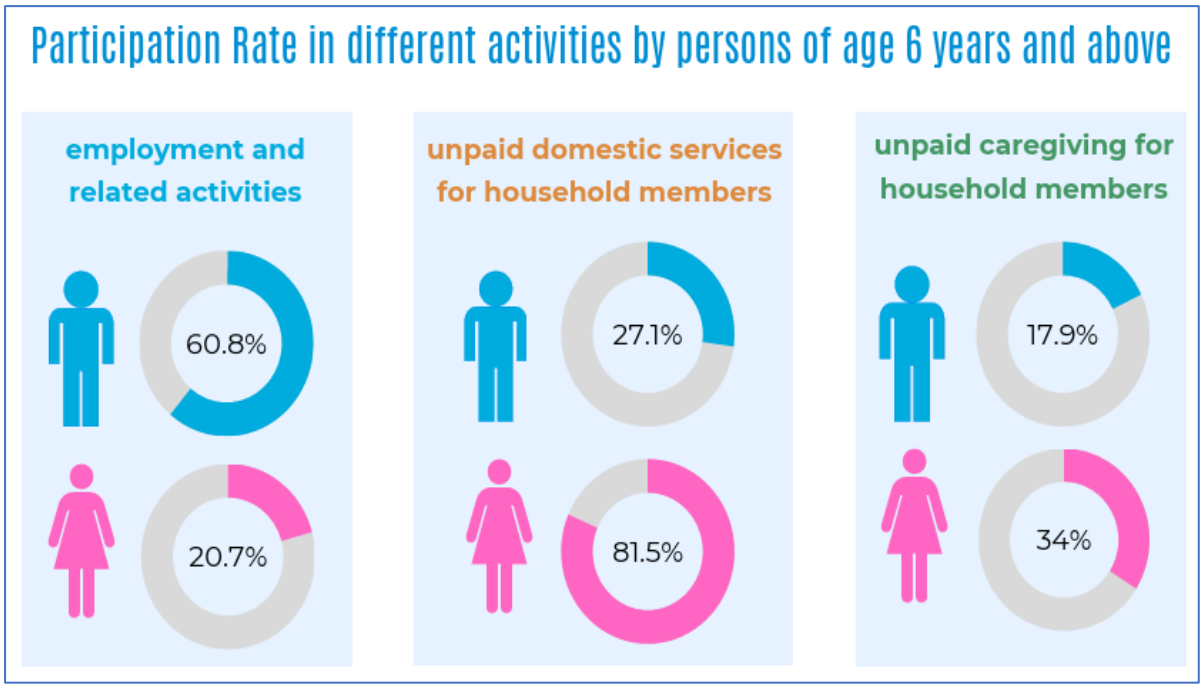

ছবি ৪- অর্থকরী কাজে ভারতীয় পুরুষদের আগ্রহ মেয়েদের চেয়ে যেমন বেশী বিনা পারিশ্রমিকের গৃহকর্ম বা পারিবারিক সেবাব্রতে তাঁরা তেমনই বিরল বলে সেগুলি সামলাতে ব্যস্ত মেয়েদের 'ঘরের কোণে দশের মুখের কথা' নিয়েই খুশি থাকতে হয়। অর্থ-উপার্জনের আঙ্গিনায় প্রবেশ-ই করতে পারেন না তাঁরা। (সূত্র- টাইম ইউজ সার্ভে- ২০২৪, ভারত সরকার)

মেয়েদের সুযোগ দিতে আপত্তি তো নেই,/ ওরা দুর্বল বড়ো শরীর- মনে, সমস্যা সেখানেই।

পুরুষের শরীর দৃশ্যতঃ সবল, সরলও বটে। অ্যান্ড্রোলজির নাম শোনা যায় না। অন্যদিকে মেয়েদের জটিল শরীরের চিকিৎসক গাইনিকলজিস্টদের চাহিদা সর্বত্র। 'নিশ্চয় প্রতিভা নেই, তাই উঁচু পদে তাঁদের দেখা যায় না', 'প্রায়ই অসুখে ভোগে' (অস্টিওপোরোসিস ও অন্যান্য ব্যথাঘটিত অসুখ সত্যিই মেয়েদের বেশী হয়)- এসব চিন্তার কারণে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ মনে করেন মহিলারা শরীরে ও বুদ্ধিতে হীন।

তবু যদি স্বাস্থ্য নিয়ে তথ্যের কথা কহ,/নারীর প্রাণশক্তি নিয়ে রবে না সন্দেহ।

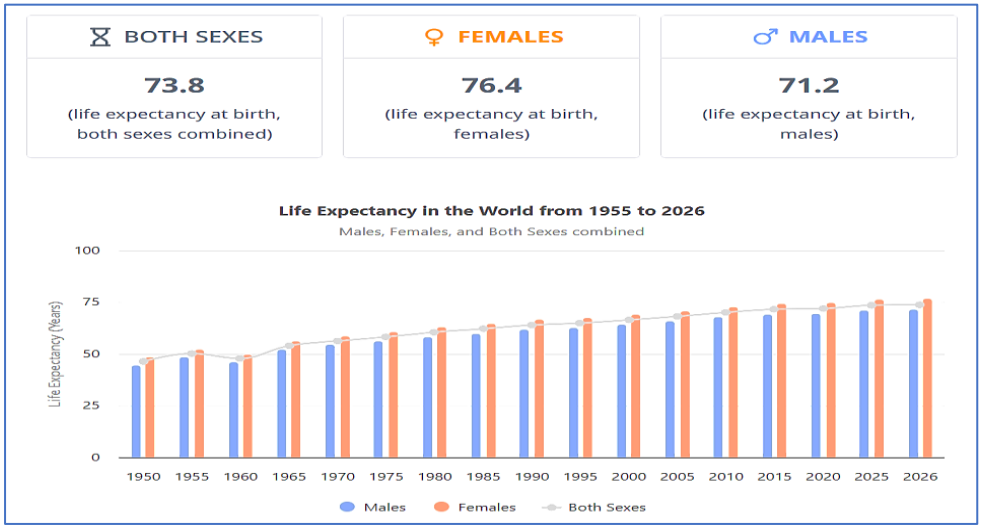

ছবি ৫- বহু দশক ধরে (হয়তো চিরকাল) মেয়েদের গড় আয়ু পুরুষদের চেয়ে বেশী। সূত্র- ওয়ার্ল্ডোমিটার

প্রশ্ন ওঠে, মেয়েরা সত্যিই শারীরিকভাবে ক্ষীণজীবী হলে, বহু দেশে কন্যাভ্রূণ নিকেশ করা, মেয়ে জন্মালে তাকে পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত করার পরও পৃথিবীতে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশী, সর্বদেশে তাঁরা পুরুষদের চেয়ে দীর্ঘজীবী কী করে?[৬] আরও তলিয়ে দেখলে, বোঝা যায় বিষয়টি বিপরীত। পুরুষ শিশুদের অসুখ হয় বেশী, বয়স্ক পুরুষদের হার্ট অ্যাটাক হওয়া বা আত্মহত্যা প্রবণতা বেশী থাকে।

রোবটযুগে পেশীবলের কাজ কী রইলো আর? এখন শুধু দৃষ্টিসুখ পেশীর বাহার।

পেশীবাহুল্য দেখে পুরুষদের শরীর সবলতর মনে হলে খেয়াল রাখা ভালো যে ঈর্ষণীয় পেশীর পাহাড় গড়ে তোলা বডিবিল্ডাররা সাধারণতঃ কম বয়সেই মারা যান। একদিকে এখন পর্যন্ত যুদ্ধে যেমন পুরুষদের অধিক প্রাণহানি হয়ে তাঁদের সংখ্যাহ্রাস ঘটে। অন্যদিকে, যুদ্ধ হোক বা শান্তি- ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী সারা বিশ্বে সন্তানধারণ ও প্রসব সংক্রান্ত জটিলতায় প্রতিদিন (প্রতি দু' মিনিটে একজন) সাতশো'র বেশী মহিলা প্রাণ হারান (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)।[৭]

শক্তির কথা মিটে গেলে দেখতে চায় বুদ্ধি/ইতিহাস পড়লে ওদের হবেই চিত্তাশুদ্ধি।

বুদ্ধির কথা উঠলে মনে করিয়ে দিতে হয় এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের দুটি বিষয়ে নোবেল পাওয়া একমাত্র মানুষ একজন মহিলা (মাদাম কুরি)। আরও আগে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ছিলেন অ্যাগ্নোডিস (Agnodice) যিনি ঐ কাজের জন্য মৃত্যুদন্ডের ভয় উপেক্ষা করে গোপনে মানুষের চিকিৎসা করতেন।[৮] বিষয়টি প্রকাশ হবার পর উপকৃত রোগীরাই রাজরোষ থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। প্রতিদিন আমাদের আশেপাশে উজ্জ্বল, সাহসী মহিলার ভিড়। নিজের বুদ্ধিবলে তাঁরা নিজের পরিবার বা কর্মস্থলের প্রধান ভরসা হয়ে দাঁড়ান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গবেষণাগার বন্ধ করে মারি কুরি ভ্যান তৈরি করে তাঁর মেয়েকে নিয়ে নানা জায়গায় এক্স-রে করে না বেড়ালে ঐ যুদ্ধে ফ্রান্সে অনেক বেশী মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকত বা মারা যেত। কলকাতা ও তার আশপাশের ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীদের জীবন সহনীয় করার জন্য মাদার টেরিজা আর তাঁর সহযোগী মহিলাদের সহানুভূতিশীল ও অতীব সাহসিক কাজের কোন তুলনা আছে কি? এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ১৯০১ সালে নোবেল পুরষ্কারের পত্তন থেকে এ পর্যন্ত ৬৮ জন মহিলা ঐ পুরষ্কার পেয়েছেন আর এত বাধা সত্ত্বেও ফরচুন ৫০০ কোম্পানীগুলির নেতৃত্বে তাদের উপস্থিতি বেড়ে এখন প্রায় ১১%।[৯]

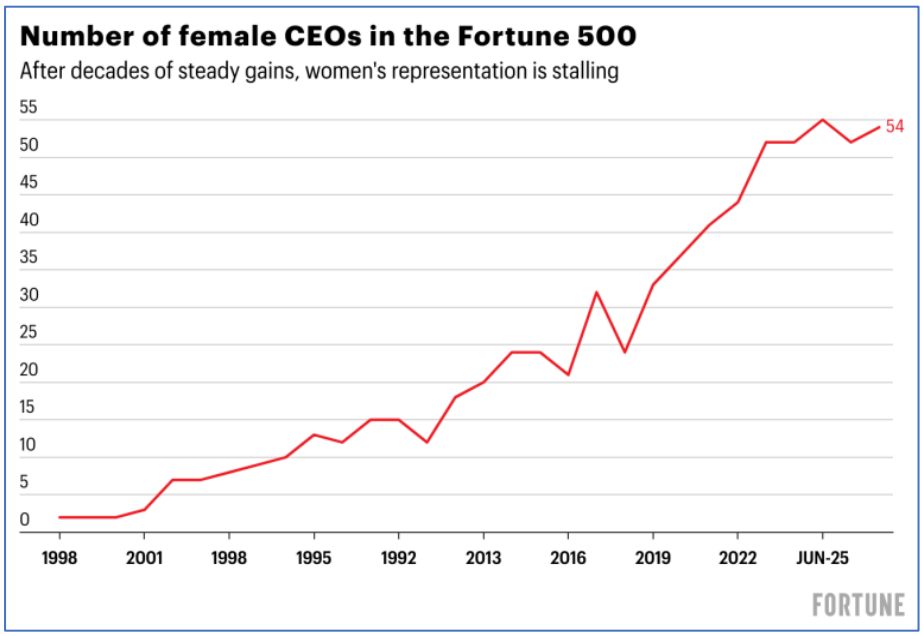

ছবি ৬-- কোম্পানির প্রধান পরিচালক পদে মেয়েদের নিয়োগ এখন পর্যন্ত কম থাকলেও তার দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বর্ধমান। এটির কারণ কোম্পানি বোর্ডে মহিলাদের উপস্থিতি ফলপ্রসূ বৈচিত্র্য (ডাইভারসিটি) ও ব্যালান্স আনে। সূত্র- ফরচুন ওয়েবসাইট

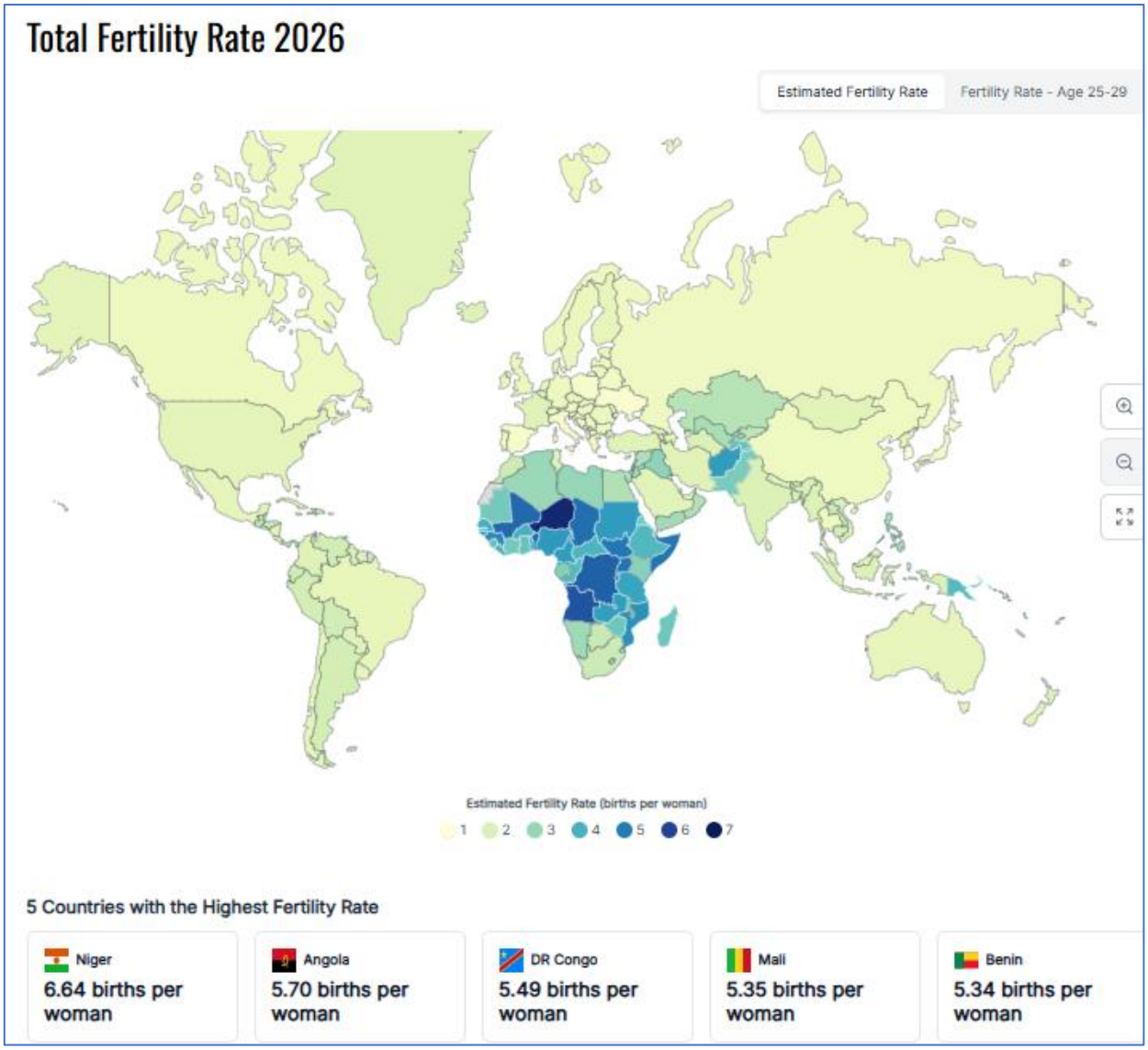

ছবি ৭ক- ২৫ থেকে ২৯ বছরের মহিলাপ্রতি সন্তানজন্মের ম্যাপ। সবচেয়ে বেশী বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে আফ্রিকা আর এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে। সূত্র- ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ

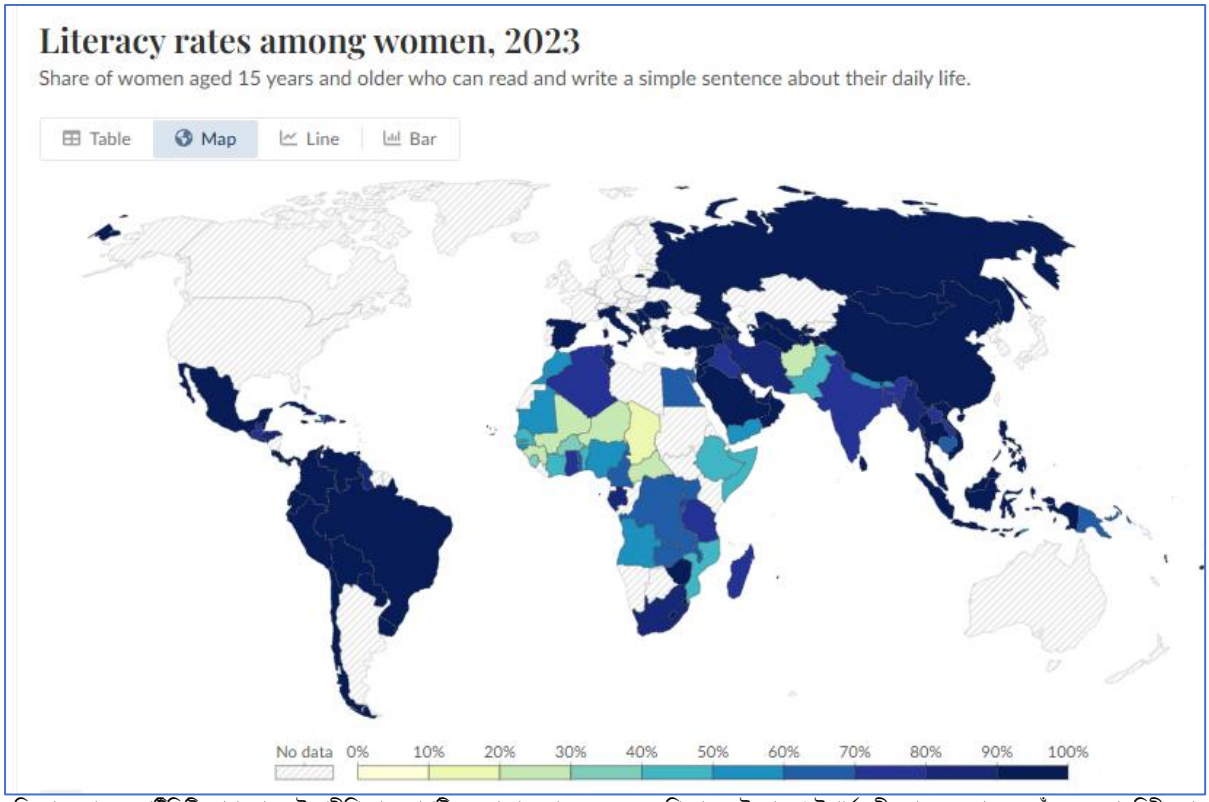

ছবি ৭খ- ওপরের ফার্টিলিটি ম্যাপ আর এই নারীশিক্ষার ম্যাপটি একসাথে দেখলে মেয়েদের শিক্ষা (সেই কারণে উপার্জনহীনতা)-র অভাব যে তাঁদের বহুপ্রসবিনী হবার সম্ভাবনা বাড়ায় সেটি বোঝা যায়[১১] (সহজবোধ্য কারণে বাঁ দিকের ছবিতে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের আর বোধের অতীত কোন সংযোগে আমেরিকার দুটি অংশের তথ্য পাওয়া যায় নি) সূত্র-আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডাটা

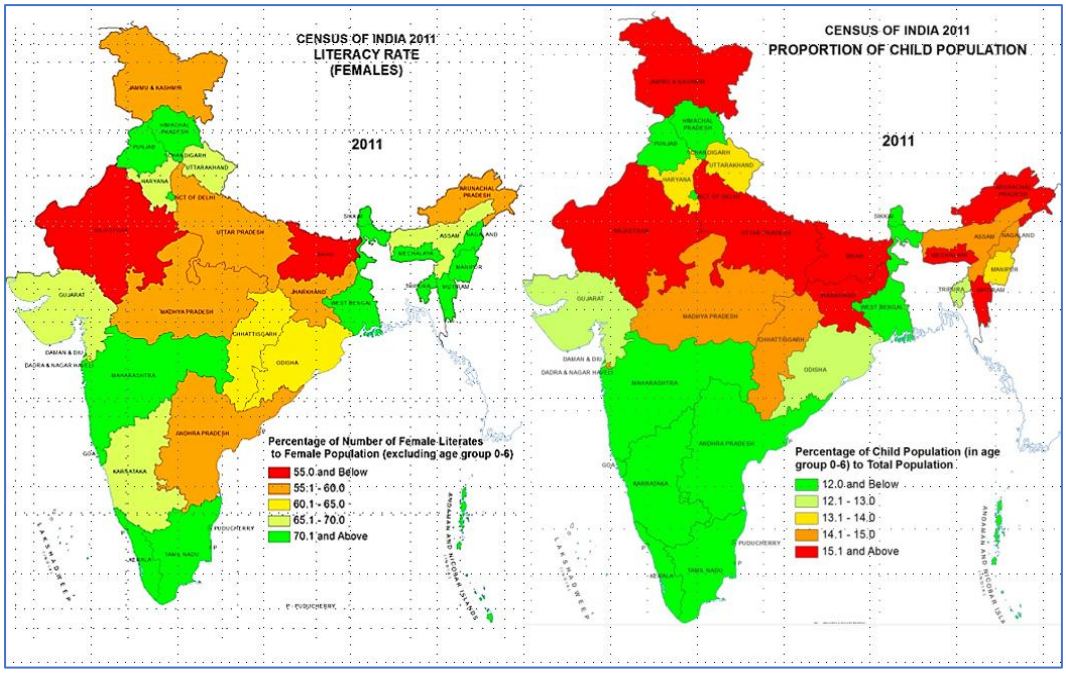

ছবি ৮- ২০১১ সালে ভারত সরকারের জনগণনা রিপোর্ট থেকে নেওয়া এ দুটি ছবিতেও মেয়েদের শিক্ষার অভাবের পাশাপাশি বেশী সন্তান হবার প্রবণতা দেখা যায়।[১২] যেসব জায়গায় মেয়েদের বাচ্চা বেশী হয় সেখানে চিকিৎসাব্যবস্থা ভাল নয়, তুলনামূলকভাবে শিশুমৃত্যুর হারও বেশী।

"কার চুল এলোমেলো-/কী-বা তাতে এলো গেলো..."*

বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কারো না কারো আত্মত্যাগ দরকার হয়েই পড়ে। মেয়েদের প্রতি ঠিক সুবিচার হয় নি মেনে নিয়েও কেউ কেউ ভাবতেই পারেন তাতে সমাজের কী ক্ষতি হয়েছে?

মেয়েদের প্রতি অবহেলা উন্নত, স্বাস্থ্যবান জনসমষ্টিকে প্রথমে সংখ্যাহ্রাস পরে বিলুপ্তির দিকে আর অনুন্নত অপুষ্ট জনগোষ্ঠীর লাগামছাড়া সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যার ফলে সামগ্রিকভাবে মানবপ্রজাতির বৈচিত্র্য এবং গুণগত মান নিম্নগামী হবার প্রভূত সম্ভাবনা। এ দুটি সম্ভাবনা প্রধান। এদের ছাড়া মেয়েদের নিজেদের বিকাশের জন্য ঠিক কী প্রয়োজন বুঝতে না পেরে জটিলতা বাড়াচ্ছে পুরুষের সমান হবার অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক দাবি।

কোন সমস্যার দিকে না তাকালে সেটি উবে যায় না। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত জায়গায় তার থেকে জন্ম নেওয়া ব্যাধি ফুটে ওঠে। মেয়েদের প্রতি অবহেলার দুটি মেরুর একটি হল প্রকাশ্য বঞ্চনা। বেশী কাজ চাপানো; পুষ্টি, শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ থেকে তাদের দূরে রাখা। অপুষ্ট ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মহিলার সন্তান রোগগ্রস্ত এবং অশিক্ষিত হবার সম্ভাবনা প্রবল। তাদের মধ্যে অকালমৃত্যুর প্রকোপও বেশী হওয়ায় দম্পতিরা বেশী সন্তান চান। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা ও তার উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় এঁরা বহুপ্রসবিনী হন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী দারিদ্র্য আফ্রিকায়। সেখানে জনবিস্ফোরণ ঘটছে। ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের গরীব মানুষের প্রবণতা অনুরূপ হওয়ায় সার্বিক জনসমষ্টিতে অসুস্থ ও অপুষ্ট মানুষের অনুপাত বর্ধমান।

উন্নত দেশগুলিতে মেয়েদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি বা পড়াশোনার সুযোগের অভাব নেই, তারা কাজও পায় কিন্তু বাচ্চা হবার জন্য ছুটি নেবে এই ভয়ে তাদের উঁচু দায়িত্বের কাজ বা প্রমোশন দেওয়া যায় না। তাদের উচ্চাশা ব্যাহত হয়, তাই তারা মা হবার ঝুঁকি নিতে চায় না। তা ছাড়া যুগের প্রয়োজনে পড়াশোনার বছরগুলি দীর্ঘতর হওয়াতেও সন্তানজন্ম ব্যাহত হয়। জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার জন্য মহিলাপ্রতি ২.১টি (অর্থাৎ, প্রতি দশজন মহিলার ২১টি) সন্তান হওয়া প্রয়োজন। অন্যথা জনসঙ্কোচন ঘটে, জনসমষ্টির মধ্যে বয়স্কদের অনুপাত বেড়ে যায় আর দেশ বৃদ্ধাবাসে পরিণত হবার দিকে এগোতে থাকে। শিক্ষা পাবার পর উচ্চাশা বাড়ে। শিক্ষিতা ও বৃহত্তর জগতের নানা কাজে কুশলতা অর্জনের পর মেয়েরা আর স্বামীর টাই-এর 'নট' নিখুঁত করে "তোমারই গরবে গরবিনী হম রূপসী তোমারি রূপে" ভাবনায় আটকে না থেকে নিজেদের পেশায় উজ্জ্বলতা খুঁজছেন - সেটি স্বাভাবিক। আবার মাতৃত্বের আকাঙ্খাও একটি প্রাকৃতিক এষণা। এঁদের বিলম্বিত সন্তানজন্মে সহায়তার জন্য উৎকৃষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সে বিশেষ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন।

মাতৃত্বের দাবী আর কর্মস্থলের দায়িত্ব যাতে মেয়েদের জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরিপূরক হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সমগ্র মানবসমাজের। এই বিষয়টি অতীব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা না করলে প্রথমে বিলুপ্ত হবে আধুনিক জাপান, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ইত্যাদি দেশের মানুষ আর ভারতে ধীরে ধীরে সেই পথে যাবে মূলতঃ বিহার, ঝাড়খন্ড ও উত্তরপূর্বের দুএকটি প্রদেশ বাদ দিয়ে অন্য সব জনগোষ্ঠী।

- কৃতজ্ঞতা- প্রেমেন্দ্র মিত্র

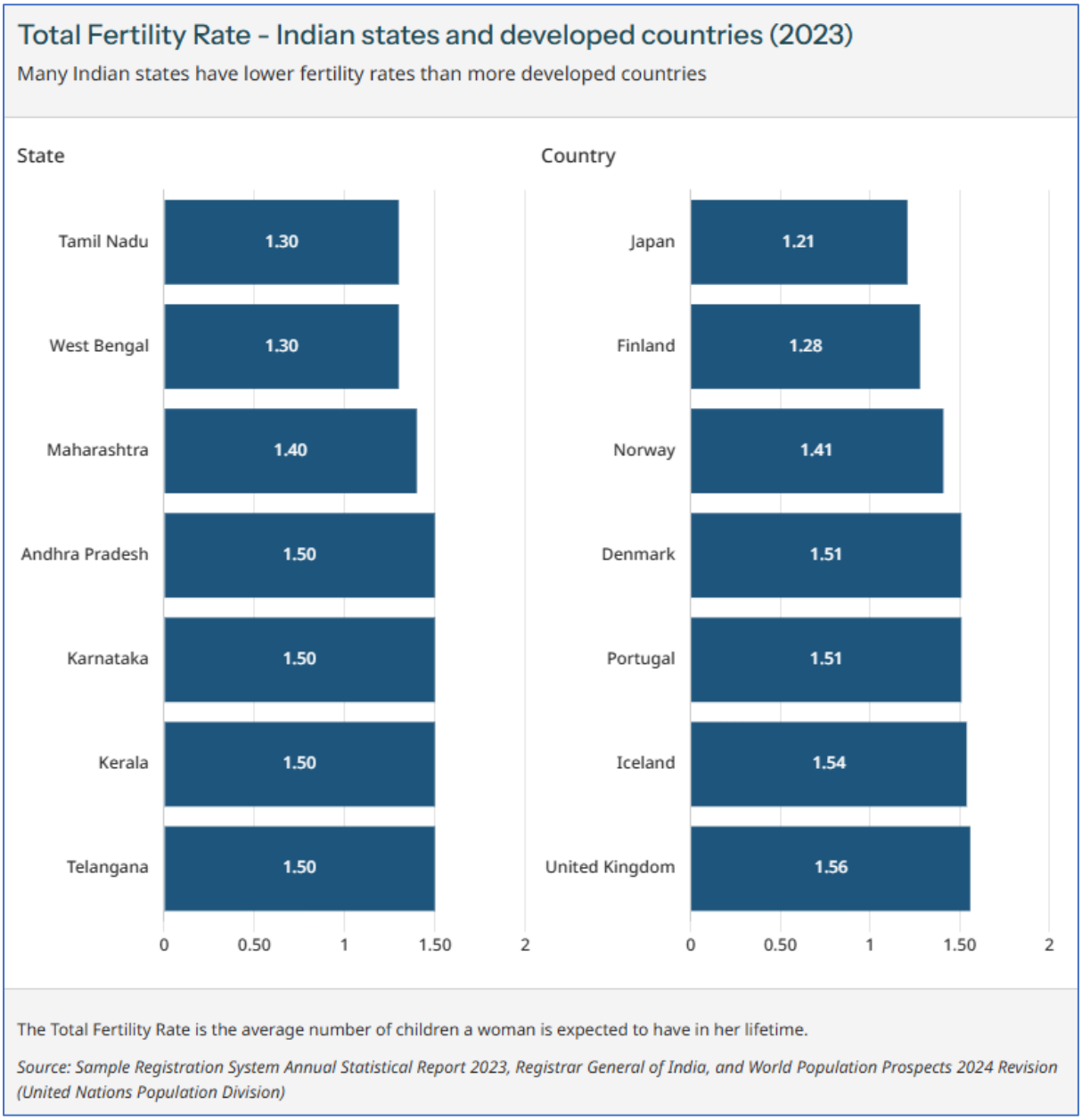

ছবি ৯- জনসঙ্কোচনের মুখোমুখি ভারতের কিছু প্রদেশ আর বহির্বিশ্বের কিছু দেশ[১৩] মনে রাখতে হবে এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। এশিয়ায় উদাহরণ হিসেবে আসে দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন (টিএফআর যথাক্রমে ০.৬৮ ও ১.২)। ২০১৯-২১ সালের জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (National Family Health Survey-NFHS 5) অনুযায়ী বিহার (৩.০), মেঘালয় (২.৯), উত্তর প্রদেশ (২.৪), মণিপুর (২.২) বাদে ভারতের বাকি প্রতিটি অঞ্চলে এমন কি ছোট ও সমৃদ্ধ প্রশাসনিক অঞ্চলগুলির, যেমন গোয়া (১.৩) বা লাক্ষাদ্বীপ (১.৪), ২০২১ সালের টিএফআর স্থিতাবস্থা রক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় (২.১) অঙ্কের চেয়ে অনেক কম।[১৪]

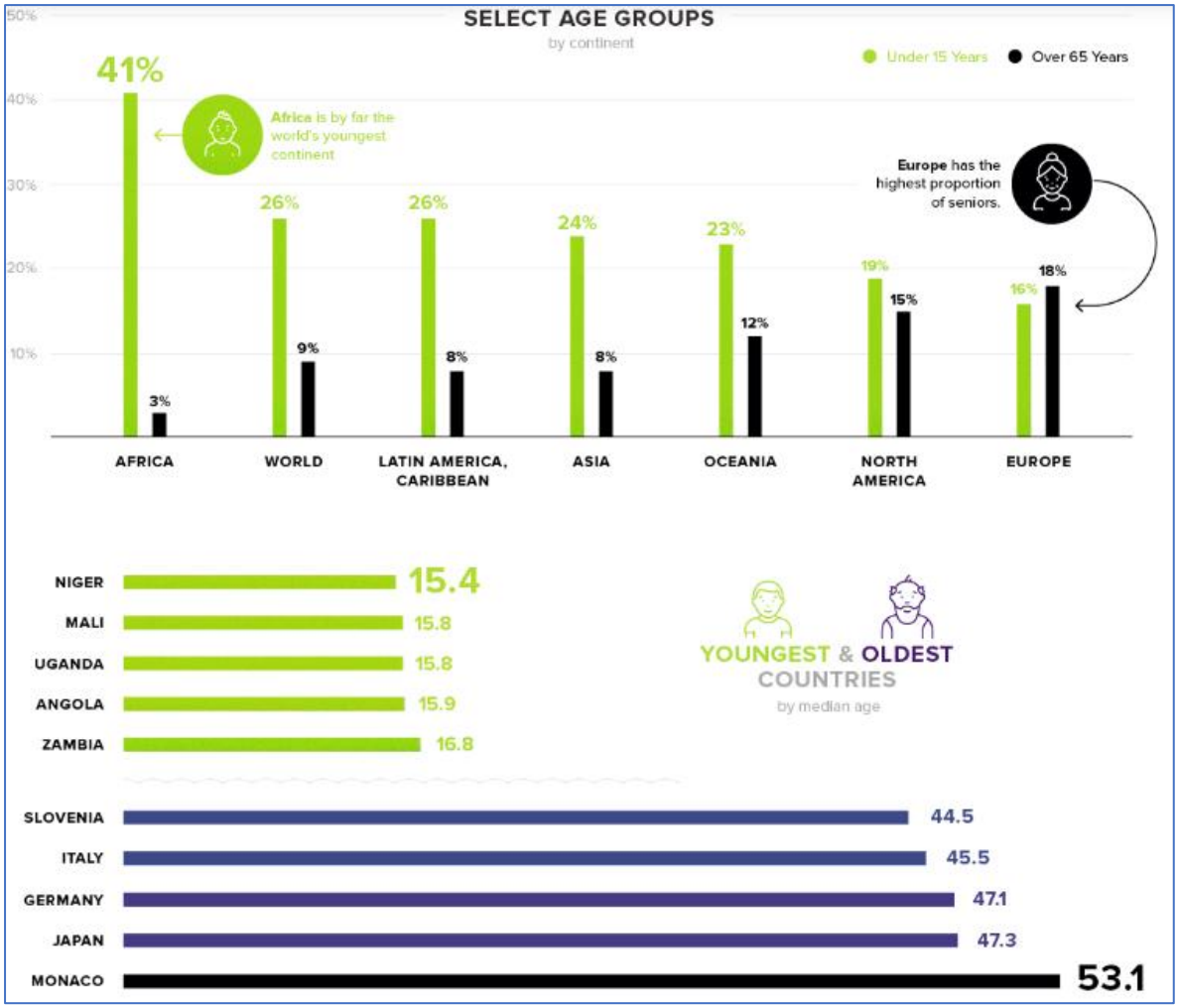

ছবি ১০- পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ১৫ বছরের কম আর ৬৫ বছরের বেশী বয়সের মানুষের শতকরা হিসাব[১৫] সামগ্রিক ভাবে ইউরোপ বৃদ্ধাবাসে পরিণত হয়েছে। এশিয়ায় জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থা অনুরূপ। পৃথিবীকে সেই পরিণতির থেকে আফ্রিকার মানুষ বাঁচিয়ে রাখবে, কিন্তু সেখানকার শিশুদের শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির অভাব থাকায় সম্পূর্ণ বিশ্বের মানবগোষ্ঠী বয়সের ভারে অক্ষম প্রৌঢ় আর অপুষ্টিতে ক্ষীণ যুবাদের এক আশঙ্কাজনক সমাহারে পরিণত হবার দিকে এগোচ্ছে। (সূত্র- ভিস্যুয়াল ক্যাপিটালিস্ট)

বাস্তব সমস্যার পাশাপাশি আছে মেয়েদের পুরুষের সমান হতে চাওয়ার মানসিক সমস্যা। মাঝে মাঝেই প্রথম সারির মহিলা ক্রীড়াবিদরা দ্বিতীয় সারির পুরুষ খেলোয়াড়দের হারিয়ে শ্লাঘাবোধ করেন। মহিলাদের আসল জোর যে পেশীশক্তি নয়, অন্য কোথাও, তাঁদের বিকশিত হবার পথও যে পুরুষের থেকে আলাদা সে চৈতন্য তথাকথিত ফেমিনিস্টদের মধ্যেও অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের দাবীগুলি অনেক সময় লিভার-এর কিডনি বা হার্ট-এর সমান হতে চাওয়ার মত অস্বাভাবিক শোনায়।

সঙ্কট নয় অর্থ, সঙ্কট নয় অন্ন,/ প্রজাতির অস্তিত্বটি আজকে বিপন্ন।

এখনকার অবস্থা বহির্বিশ্ব বা ভারতের উন্নত অঞ্চলগুলিতে জনসঙ্কোচন আর অনুন্নত জায়গায় জনবিস্ফোরণ ক্রমশঃ ভয়াবহ হয়ে ওঠার পূর্বাভাষ। আফ্রিকা ও ভারতের অনুন্নত জায়গায় মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিশুদের পুষ্টির দিকে নজর দিতে হবে, শিশুমৃত্যু কমাতে হবে, বাড়াতে হবে শিক্ষার পরিধি। এ সমস্যার সমাধান মানুষের করায়ত্ত, কারণ আজকের পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব নেই।

টিঁকে থাকার হদিশ সবই মেয়েলী হাত ধরে/তাঁদের কথা ভাবতে হবে আবার নতুন করে।

তথাকথিত উন্নত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষিত মেয়েদের পদ্য লিখে মাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ করার প্রাচীন বহুব্যবহারে দীর্ণ প্রচেষ্টা ত্যাগ করে তাঁদের জন্য সময়োপযোগী এমন অনেক উপায় উদ্ভাবন করতে হবে যাতে তাঁদের মাতৃত্ব এখনকার মত কর্মক্ষেত্রে উন্নতির অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। এ ছাড়া বোধ হয় আর কোন পথ নেই। মেয়েদের দীর্ঘ আয়ু-যত্নে যা আরও দীর্ঘ হতে পারে একটি পথ দেখাবে কি?

২৫শে মার্চ, ২০২৬ **-অরিজিৎ চৌধুরী**

তথ্যসূত্র

১। https://data.ipu.org/women-averages/?date_month=3&date_year=2026

২। https://ilostat.ilo.org/topics/women/

৩। Women @ Work 2025: A Global Outlook https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/docs/collections/2025/deloitte-women-at-work-2025-a-global-outlook.pdf?dlva=1

৪। The Price of Women's Time- P. John Kennedy. Article in The Telegraph, Kolkata, 21st March, 2026

৫। Time Use Survey, 2024 January - December, 2024, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India (chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/TUS_Factsheet_25022025.pdf)

৬। https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/

৭। https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

৮। https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womensfootprintinhistory/en/index.html

৯।https://fortune.com/2025/12/23/women-ceo-boards-progress-stalling-politics-economy-ambitioncareers/?utm_source=search&utm_medium=advanced_search&utm_campaign=search_link_clicks

১০। https://worldpopulationreview.com/country-rankings/total-fertility-rate

১১। https://ourworldindata.org/grapher/literacy?age_group=adult&sex=female

১২। Census 2011 report and presentation, Government of India

১৩। Fertility in India, Rukmini S (https://www.dataforindia.com/fertility/)

১৪। chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/economicsurvey/doc/stat/tab818.pdf

১৫। https://www.visualcapitalist.com/mapped-the-median-age-of-every-continent/